টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৭ ইং 15th July. 1970 | ৯ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

দিকে দিকে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে।
জনসাধারণ প্রতিষেধক টিকা লউন।
বিলম্ব করিবেন না।

সাবধান বুড়ি! আমার সঙ্গে
ঝগড়া এরূপ ক'রো না আর,
তোমার পুত্রে আইনতঃ আমি
খরিদ-সূত্রে দখলিকার।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

'বাংলা বন্ধ'—২

গতকল্য বহু আশঙ্কিত ও বহুল প্রচারিত 'বাংলা বন্ধ' হইয়া গেল। ইহার পূর্বে বেশ কিছুদিন ধরিয়া এই রাজ্যের আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দ শরিক দল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত ছয় ও আট পার্টিতে বিভক্ত হইয়া দুইটি শিবির গড়িয়া উল্লেখিত 'বন্ধ' যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথমতঃ এই জুলাই মাসের পৃথক পৃথক তারিখ তাঁহারা বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে উভয় পক্ষই ১৪ই তারিখ স্থির করিলেন।

১৪ই তারিখটির পূর্ব পর্যন্ত সকল স্তরেই সতর্কতা, সাবধানতার ভাব দেখা দেয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যে নানা জরুরী তারবার্তার আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। রাজ্যের গোয়েন্দা ও কলিকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চ রাজ্য সরকারের নিকট 'গোপন রিপোর্ট' দিলেন। হয়ত কেন্দ্রের কাছে আরও সি আর পি প্রেরণের 'এস ও এস' পাঠান হয়। জেলায় জেলায় দেওয়া হইল কড়া নির্দেশ।

সেই 'বাংলা বন্ধ' হইয়া গেল। আমাদের প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে এই বন্ধ যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়াছে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়াছে; পুলিশ-ভ্যানে পটকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কোথাও বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রান্ত হইয়াছে। কতজন শহীদ হইলেন এখনও জানা যায় নাই।

আজ দলমাত্রই আমাদের মন-অধিনায়ক ও ভাগ্যবিধাতা। এই হরতাল শুধু একদিন কেন, যত দল ততদিনই করা হইবে বলিলে হয়ত তাহাই পালিত হইত। কারণ, প্রতিবাদে আবার রাজপথ রক্তসিক্ত হইতে পারে, ঘর বাড়ীতে আগুন জ্বলিতে পারে। যাহা হউক, একটি মাত্র দিন হরতাল হইল—ইহা এক স্বস্তির কারণ।

একথা ঠিক যে, অশান্তি-হাঙ্গামা বাধাইয়া খুন-খারাবি করিবার কিংবা গায়ের ঝাল মিটাইবার একটা মওকা ছিল ১৪ই জুলাই। যে শিবির মারমুখী হোন না কেন, অপর পক্ষের উপর সব দায় চাপাইয়া দেওয়ার মস্ত সুযোগ ছিল। আর ইহার চেয়েও বড় কথা, 'ছয়' বলিতেছেন, জনগণ তাঁহাদের ডাকে সাড়া দিয়াছেন; 'আট' বলিতেছেন, জনমত তাঁহাদের দিকে, এই আত্মপ্রসাদ লাভ হরতালের এক বিশেষ দিক। স্ব স্ব দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি মহানন্দে নৃত্য করিবে।

রাষ্ট্রপতির শাসন দেশে আনিয়াছে রাজ্যের অনাচার-অবিচার। অবিলম্বে নির্বাচন চাই। সেইজন্য হরতাল। তের মাসে চৌদ্দ দল যে তের পার্বণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ত রাষ্ট্রপতির শাসন আনিয়াছে। কাহারও মতে এই হরতালে সাড়া দিয়া গৌড়জন উক্ত চৌদ্দ শরিককে বুমেরাং প্রয়োগ করিয়াছেন। দলীয় স্বার্থ দেশের স্বার্থের চেয়ে বড়, জনজীবন যেন কাহারও কাহারও খেয়ালের খেলার নির্জীব ক্রীড়নক। এই রাজনৈতিক অসুস্থতা কাটিবে কবে?

নির্বাচন যদি সোচ্চারিত হয়, তবে কোন কোন দল তাহা সমস্বরে বলেন না কেন? কারণ সেখানে একটা আশঙ্কা আছে। গত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া অনেক দলের প্রার্থী যে যে স্থান হইতে নির্বাচিত হন, এবারে আর তাহা হইবে না। সি, পি, এম নিজেদের প্রতিক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবেন এবং দিলে তাহা যে কম সমর্থন পাইবে, সে কথা নানা কারণে ভাবা ঠিক নয়। যুক্তফ্রন্ট চালু করার স্বপ্ন আর কাহারও নাই। এখন 'ছয়' ও 'আট' যেখানে যতটুকু কাজ করিতে পারেন। এই রাজ্যের জনগণের সাধের যুক্তফ্রন্ট যে দুঃশাসন-এর কুশাসনকে রহিত করিয়া কল্যাণের প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা আজ 'স্বপ্নো নু মায়া নু'।

মর্ম্মান্তিক

বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা

গত ১২ই জুলাই রবিবার রাত্রি সাড়ে বার ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটিতে "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়ের সন্নিকটে সত্যরঞ্জন সাহা নামক এক যুবক নিজের বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া প্রতিবেশি-গণ অকুস্থলে ছুটিয়া আসেন। থানায় খবর দেওয়ায় থানার ভারপ্রাপ্ত সাবইন্সপেক্টর অন্যান্য সহকারী সহ ঘটনা-স্থলে আসেন। পরে খবর পাইয়া সার্কেল ইন্সপেক্টর মহাশয়ও আসেন—তিনি মৃতদেহের নিকট একখানি লেখা কাগজ দেখিতে পান—উহাতে লেখা ছিল আমার ছয় বছর বয়সের সময় মা বাবা মারা যান। ১৯ বছর বয়সে আমি মিলিটারীতে চাকুরী গ্রহণ করি। তজ্জন্য কিছু পেন্সন পাই, আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। পারিবারিক অশান্তির জন্য আমি আত্মহত্যা করিলাম। সত্যরঞ্জনের অমায়িক মধুর ব্যবহারে তাহার পরিচিত প্রতিটি মানুষ সন্তুষ্ট ছিলেন। পরিচিত প্রত্যেকে তাহার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিনটি কন্যা ও আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার অকাল মৃত্যুতে বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়া ভগবানের নিকট তাহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

মহাবিদ্যালয়ে নূতন অধ্যক্ষ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর, এম-এ (ট্রিপল্) মহাশয় জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-এর কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। তিনি আগরতলা রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে কর্ম্মরত ছিলেন। তিনি এখানে স্থায়িত্ব লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করুন।

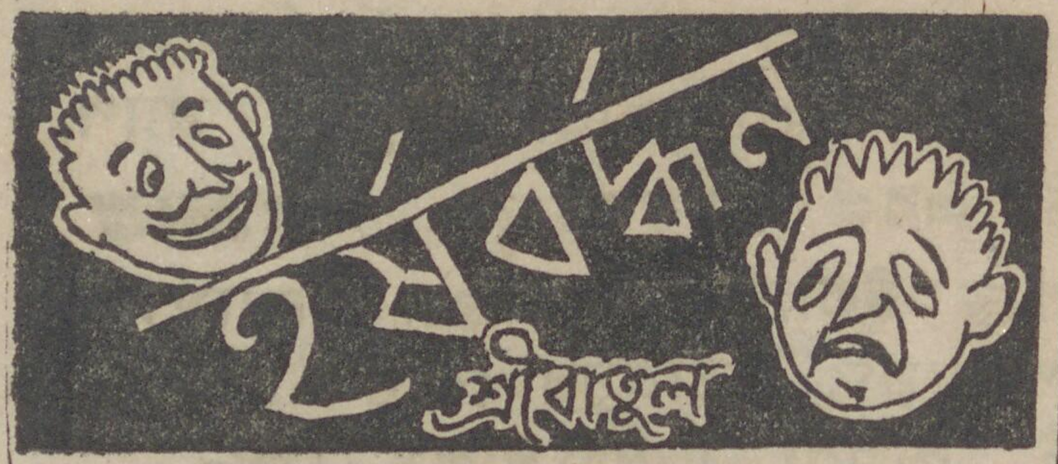

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল শ্রীশান্তি-স্বরূপ ধাওয়ান এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর মতে জনসাধারনের স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী।

মূর্তিমান শান্তির অপবাদ! ভরত যতদিন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, ততদিন অশান্তি ছিল কি? গত ১৯শে মার্চ হতে আজ পর্যন্ত প্রতিদিনের সংবাদপত্রে 'গুলি-বোমা-খুন-মৃত্যু'—এর সংবাদ ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত তথ্য, প্রেসনোট নয়।

* * *

'বাংলা কংগ্রেস-আট পার্টি বোঝাপড়া: পাকা কথা মাসের শেষে'—সংবাদের হেডলাইন।

ওঁদের পাকা দেখা হয়ে গিয়েছে। লগ্নপত্রে দেনাপাওনা লেখা হলেই পাকা কথা শেষ।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্র নির্বাচনের কথা কেন্দ্র ভাবছেন না।

ভাববার উপায় আছে? নির্বাচনের পর সরকার গঠন—দলীয় কোন্দল—আবার নির্বাচন। এ এক মজার চক্রক্রম।

* * *

'হরতালের দিনে ট্রেণ-ট্রাম-বাস বন্ধ; বাজার দোকান, সিনেমা-থিয়েটার—তাও বন্ধ। আপনি করেন কী?'—প্রশ্ন।

উত্তর: করতাল বাজিয়ে সংকীর্তনে মেজাজ পাই। ভাই-ছেলে-ভাইপো ভাগ্নেরা যদি জখম হয়, সেজন্যে হাসপাতাল আর বাড়ী প্যারেড করবার জন্যে প্রস্তুত থাকি।

* * *

উত্তর প্রদেশে চরণ সিং মন্ত্রিসভা সংকটের মুখে শুনে কাতুখুড়ো বললেন—'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে'।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের
হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল

এ বৎসর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। উক্ত পরীক্ষায় কলা বিভাগে শ্রীকল্পনা আচার্য্য উচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বত্রিশজন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র দুইজন অকৃতকার্য্য হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে আটজন ছাত্রীর মধ্যে ছয়জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং দুইজন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে। প্রধান শিক্ষিকা সহ শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবহেলিত জাতীয় সঙ্গীত

অনেকেই ত রঘুনাথগঞ্জ ছায়াবাণী সিনেমাতে যান। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি? ছবি দেখানর শেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় কিন্তু দীর্ঘ দিন হ'তে সম্পূর্ণ সঙ্গীত শোনা যায় কি? সিনেমা কর্তৃপক্ষ জাতীয় সঙ্গীতের সময় দর্শকগণকে দণ্ডায়মান হ'য়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি মর্য্যাদা দিবার জন্য অনুরোধ জানাতেন কিন্তু কর্তৃপক্ষের মর্য্যাদার বহর দেখে হাসি পায়। অসম্পূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় কেন? অবিলম্বে উক্ত বিষয়ের প্রতিকারের জন্য নবাগত মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে অসম্পূর্ণ হরতাল

গত ১৪ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিবদমান দুই শিবিরের সমর্থনে 'বাংলা বন্ধ'-এর যে ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা অনেক জায়গার মত রঘুনাথগঞ্জ ও জাঙ্গিপুর শহরেও আংশিকভাবে পালিত হয়েছে। এখানে প্রতিদিনের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে অনেক দোকানপাট, বাজার, স্কুল, সরকারী বেসরকারী অফিস খোলা ছিল। এখানে সকাল থেকেই সি, আর, পি শহরের পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এখানকার পরিবেশ শান্ত ছিল। কয়েক স্থানে বিভিন্ন দলে বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছিল বলে প্রকাশ। তবে কোন রকম শান্তিভঙ্গ হয়নি।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন্ ভ্যাকান্সীতে নিয়োগের জন্য একজন অঙ্কসহ ও একজন সংস্কৃত সহ উত্তীর্ণ স্নাতক প্রার্থীর নিকট হইতে ২৫।৭।৭০ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সম্পাদক,
আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন
পোঃ আহিরণ, (মুর্শিদাবাদ)

দ্বিতল বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় যে বাটীতে পোষ্ট-অফিস আছে উক্ত বাটী ও তৎসংলগ্ন জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস
সাং ও পোঃ আহিরণ, মুর্শিদাবাদ

সিদ্ধিকালী গ্রামে সি, পি, এম এর ডাকে জনসভা

সিদ্ধিকালী গ্রামে সি, পি, আই (এম) এর ডাকে ২১শে জুন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা সম্পাদক শ্রীসত্যনারায়ণ চন্দ্রের সভাপতিত্বে ও জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক শ্রীমধু বাগ ও শ্রীপার্থসারথি নাথের উপস্থিতিতে জনসভা হয়। সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদের প্রতিক্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেন এবং তাহাদের বহুমুখী চক্রান্তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সিদ্ধিকালী গ্রামের কালী দেবী ও শিবের জমির চাকরদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তথাকথিত ট্রাষ্টির নামে সেই সমস্ত চাকরান জমি কিভাবে গ্রামের জনৈক প্রতিক্রিয়াশীল ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন তাহার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়। সভায় শ্রীমধু বাগ, জামুয়ার অঞ্চল কৃষক সমিতির সভাপতি শ্রীঅনিল মুখার্জীর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামে ঐ সমস্ত

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA,J.K-84-B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

চাকরাণ জমি প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য আন্দোলন গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেহনতী মানুষ দলে দলে সভায় যোগদান করেন। তাহাদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত্ত আনন্দ দেখা যায়।

—সংবাদদাতা

ডাকাতি—চুরি

গত ৯ই জুলাই রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত খেরুর গ্রামের শ্রীহরেন মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। কি কি জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে জানা যায়নি। জঙ্গিপুর মহকুমার পুলিশ সার্কেল ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশী তদন্ত চলছে।

গত ১২ই জুলাই রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর কলোণীর শ্রীনরেন হালদারের ঘরে চোরে সিঁদ কেটে কিছু পিতল কাঁসার বাসন, খাবার দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে সাধারণ মানুষের কাছে ইহার মূল্যই অনেক।

সঙ্কলন :

যুক্তফ্রন্ট তের মাসে এই রাজ্যে আইনের শাসনের সমাধি রচনা করেছে দলীয় স্বার্থে। কিন্তু ভরতের পাদুকা নিয়ে রাজ্যপাল যে শাসন সুরু করেছেন, রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে। সারা রাজ্যে আজও হত্যা-খুন-জখম লুঠতরাজ সমানে চলছে। সেই অশান্তির আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ শুধু শান্তির স্বস্তিবাচন পাঠ করছেন আর লক্ষ্মণের পাদুকা শিরে নিয়ে অসহায়ের মত বহন করে চলেছেন! এই দৃশ্য জাতি অত্যন্ত বেদনা বিহ্বল চিত্তে অবলোকন করছে আর বলছে :—আর কতদূরে নিয়ে যাবে, সুন্দরি! —বীরভূম-বার্ত্তা